তারিখ 04 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

আমাদের সময়

অতিরিক্ত ফি ফেরত দেয়নি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পর পাঁচ দিন পেরিয়ে গেলেও অতিরিক্ত বেতন ফি আদায়কারী কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থ ফেরত দেয়নি। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে বলে জানিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা।

গতকাল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন বিশিষ্টজনরা। তারা সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে লিখিত বিবৃতি দেন। এ সময় অভিযুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেঁধে দেওয়া সাত দিনের সময়সীমার মধ্যে অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেওয়ার ফের নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের নেতৃত্বে শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ফি আদায়ে এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৭

অতিরিক্ত ফি ফেরত দেয়নি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, অতিরিক্ত ফি আদায়কারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলাকে অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য গত ৩ ফেব্রুয়ারি ৭ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ওই সময়সীমার মধ্যে অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিতে ব্যর্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শিক্ষাবোর্ড ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপকে সমর্থন দেওয়ায় বিশিষ্টজনদের ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তাদের সমর্থন মন্ত্রণালয়ের হাতকে আরও শক্তিশালী করবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু বক্কর সিদ্দিক গতকাল রাতে আমাদের সময়কে জানান, গত ৩ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পর ৪ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার, ৫, ৬ শুক্র ও শনিবার ছুটির দিন ছিল। বোর্ড থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের চিঠি দেওয়া হয়েছে। তারা মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। এই বোর্ডের অধিনে প্রায় ৮৮৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। যারা অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে তাদের তথ্য নিতে কয়েকদিন সময় লাগবে। আশা করছি, আগামী দুই-এক দিনের মধ্যে প্রাথমিক তথ্য বোর্ডে আসবে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন– অ্যামিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অ্যামিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, সেলিনা হোসেন, অধ্যাপক মাহফুজা খানম, এম হাফিজউদ্দীন খান, এ্যারোমা দত্ত, হোসেন জিল্লুর রহমান, অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, রাশেদা কে চৌধুরী, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক শফি আহমেদ, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, সৈয়দ আবুল মকসুদ, ড. মনজুর আহমেদ, অধ্যাপক এমএম আকাশ, রামেন্দু মজুমদার, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু অধ্যাপক হায়াত মাহমুদ, মামুনুর রশীদ, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, শাহীন আনাম, ফারাহ কবীর, এম-এ মুহিত, নিশাত মজুমদার, ডা: এজাজুল ইসলাম প্রমুখ।

মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক হায়াত মাহমুদ এবং অধ্যাপক এমএম আকাশ। শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইনসহ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা।